Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 31, 1433 Bangla, June 14, 2026, Sunday, No. 159, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has urged all to plant tree for a pollution-free environment. (R. Today: 19)

Tarique Rahman has said, opposition is extremely unhappy with increase taxes on alcohol, cigarettes and luxury goods in proposed national budget. (Jago News: 10)

LGRD and Coopertives Minister has said, Prime Minister Tarique Rahman led government is place to build a skilled manpower in country. (R. Today: 20)

Bangladesh Bank has announced a stimulus package of Tk 60,000 crore to boost country's economy. (Jago News: 11)

State Minister for Ministry of Information and Broadcasting has informed that ahis ministry has taken initiatives to make short video film or "reels" to raise public awareness. (Jago News: 16)

Two police personnel have been suspended over assault and harassment of Bangladesh cricket team spinner Nayeem Hasan in Chattogram. (R. Tehran: 09)

622 people were killed in road accidents across the country in May. (Jago News: 13)

Iran has said it is in final stages of a deal with US to end the ongoing conflict in Iran, including reopening Strait of Hormuz. (BBC: 07)

Five Indian air force personnel have been killed in plane crash in Asam. (BBC: 24)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ৩১, বাংলা ১৪৩৩, জুন ১৪, ২০২৬, রবিবার, নং- ১৫৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অন্তত একটি করে গাছের চারা রোপণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ১৯)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে মদ-সিগারেট ও বিলাসী পণ্যের ওপর ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে বিরোধীদল চরমভাবে নাখোশ হয়েছে। (জাগো নিউজ: ১০)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে দক্ষ জনগোষ্ঠী গঠনে বদ্ধ পরিকর বর্তমান সরকার। (রে. টুডে: ২০)

দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা বাংলাদেশ ব্যাংকের। (জাগো নিউজ: ১১)

জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র বা 'রিলস' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৬)

ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার অভিযোগে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের দুই সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত। (রে. তেহরান: ০৯)

মে মাসে সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬২২ জন নিহত। (জাগো নিউজ: ১৩)

হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়াসহ যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। (বিবিসি: ০৭)

আসামে বিমান দুর্ঘটনায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাঁচ সদস্য নিহত হয়েছেন। (বিবিসি: ২৪)

বিবিসি

বাংলাদেশে শিশুদের ভিটামিন- 'এ' ক্যাম্পেইন বন্ধ কেন?

ক্যাপসুল না থাকায় ১৪ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশে শিশুদের জাতীয় ভিটামিন- 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন। সর্বশেষ এই ক্যাম্পেইন হয়েছিল গত বছরের মার্চ মাসে। নিয়মানুযায়ী, বছরে দুইবার এই কর্মসূচি হওয়ার কথা। গত বছর মার্চের পর সেপ্টেম্বর এবং এই বছরের মার্চে দুটি ক্যাম্পেইন হওয়ার কথা থাকলেও, ক্যাপসুল সংকটে ওই সময়ের পরে আর তা করা হয়নি। ইউনিসেফের কাছ থেকে ১০ জুনের মধ্যে এক কোটির বেশি ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল পাওয়া যাবে বলে গত মাসে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। যদিও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইউনুস আলী ১০ জুনের কথা অস্বীকার করেছেন। এই ক্যাম্পেইন বন্ধ রয়েছে "এটা বলা যাবে না" বলেও দাবি করেন তিনি। মি. আলী বলেন, "এটা চেষ্টা-তদবির চলছে। কিন্তু ক্যাপসুল পাইতে একটু দেরি হইতেছে। এইজন্য একটু দেরি হইছে জিনিসটা।" ক্যাপসুল প্রাপ্তি সাপেক্ষে শিশুদের ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর এই ক্যাম্পেইনের সম্ভাব্য সময় জুনের শেষ সপ্তাহে নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। "আমাদের কাছে সংবাদ আসছে যে, ১৫ জুনের মধ্যে ক্যাপসুলটা আমাদের দেশে আইসা পৌঁছাবে," বলেন মোহাম্মদ ইউনুস আলী। ক্যাপসুল বিদেশ থেকে ও বিমানে করে আসবে এবং ১৫ জুন আসার কথা মাথায় রেখে জুনের শেষে কর্মসূচি শুরুর সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। "২৭ জুনের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ এটা করবো বলে মোটামুটি প্রস্তুতি নিচ্ছি," বলেন মোহাম্মদ ইউনুস আলী।

এদিকে, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এই ক্যাম্পেইন ব্যাহত হলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৃষ্টি সক্ষমতা, পুষ্টির ওপর প্রভাব পড়তে পারে। জনস্বাস্থ্যবিদ ড. মুশতাক হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রাতকানা রোগটা কিন্তু নাই, নির্মূল হয়ে গেছে। ইপিআই টিকা দেওয়ার সাথে সাথে এটা দেওয়াতে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে। এখন এটা না দিলে এসব রোগ রাতকানা, অপুষ্টি, হাম সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।"

প্রতি বছর কত শিশুকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়?

এই কর্মসূচির আওতায় ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এদের মধ্যে ছয় মাস থেকে ১১ মাস বয়সি শিশুদের নীল রঙের ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এছাড়া, এক বছর বা ১২ মাস বয়স থেকে পাঁচ বছর বা ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের খাওয়ানো হয় লাল রঙের ক্যাপসুল। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে দুই কোটি ৫৫ লাখ শিশুকে এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। মি. আলী জানান, "আমরা ২ কোটি ৬০ লাখের (ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল) টার্গেট রাখি। ইউনিসেফের কাছে এই ২ কোটি ৬০ লাখই চাওয়া হয়েছে।"

ভিটামিন-'এ' নেই কেন, সংকট কোথায়?

ইউনিসেফের কাছ থেকে এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এই ভিটামিন ক্যাপসুলটি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হওয়ার কথা জানিয়ে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস আলী বলেন, "মন্ত্রণালয় থেকে এবারই ইউনিসেফ থেকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ হচ্ছে, এক রাউন্ডের ক্যাপসুল যদি ওনাদের কাছ থেকে কেনা হয়, আরেক রাউন্ডের ক্যাপসুল ওনারা আমাদের ফ্রি অব কস্ট (বিনামূল্যে) দেবে। এই জন্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, তাহলে আমরা ইউনিসেফ থেকেই নেব।" এর আগে, অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে টেন্ডার করে এই ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল কেনা হতো বলেও তিনি জানান। ২০২৪ সালের জুনে স্বাস্থ্য খাতের সর্বশেষ অপারেশনাল প্ল্যান বা ওপি শেষ হয়। এরপরেও টেন্ডার বা দরপত্রের মাধ্যমে এই ক্যাপসুল কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু পরে সেটি বাতিল হয়ে যায়। মি. আলী জানান, "আগে টেন্ডার হয়েছিল, কোনো কারণে মন্ত্রণালয় ওই টেন্ডারের সাথে দ্বিমত পোষণ করায় উনারা পরে ইউনিসেফ ফ্রি ফাইন্যান্সিং পদ্ধতিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

শিশুদের ভিটামিন- 'এ' খাওয়ানো কেন জরুরি?

ভিটামিন- 'এ', ভিটামিন- 'ডি', ভিটামিন- 'ই', ভিটামিন- '১২', জিংক, আয়রন এবং আয়োডিন- এই উপাদানগুলোকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুপুষ্টিকণা বলা হয়। এই অনুপুষ্টিকণা মানুষের খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তু এটির সামান্য ঘাটতিতে একজন ব্যক্তিকে অনেক বড়ো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই অনুপুষ্টিকণা নিয়ে বাংলাদেশে ২০১১-১২ সালে প্রথম একটি জাতীয় জরিপ করা হয়েছিল। পরে ২০১৯-২০ সালে আরেকটি জরিপ করা হয়, যেটির ফল প্রকাশ হয়েছিল ২০২২ সালের অক্টোবরে। আইসিডিডিআরবি, জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওই ফল প্রকাশের অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল। প্রথম জাতীয় জরিপটির চেয়ে দ্বিতীয় জরিপটিতে দেখা গেছে, বাংলাদেশে শিশু ও নারীদের মধ্যে অনুপুষ্টিকণার ঘাটতি অনেক। ছয় মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের দুইজনের একজন ভিটামিন- 'এ'-এর ঘাটতিতে ভুগছে। সেসময় জাতীয় জরিপের প্রধান গবেষক ও আইসিডিডিআর,বি-র অসংক্রামক রোগবিষয়ক শাখার বিজ্ঞানী আলিয়া নাহিদ জানিয়েছিলেন, প্রতি ১৩

জনের মধ্যে একজন নারীর দেহে এই ভিটামিনের ঘাটতি রয়েছে। ভিটামিন- 'এ' ছাড়াও, শিশু ও নারীদের মধ্যে জিংক ও আয়রনের ঘাটতি রয়েছে বলেও ওই জাতীয় জরিপে উঠে এসেছিল। এর আগে, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউনিসেফ বলেছিল, "ভিটামিন-'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় দুই কোটি আট লাখ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য বিজয়।" মহামারি কোভিডের সেসময়ও এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্যমাত্রার ৯৭ শতাংশ পূরণ হয়েছে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং সংক্রমণের প্রতি সংবেদনশীলতা কমাতে ভিটামিন এ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের ভিটামিন- 'এ' খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে জনস্বাস্থ্যবিদ মুশতাক হোসেন রাতকানা রোগটি নির্মূল হয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাতকানা দূর করার জন্যই ভিটামিন- 'এ' ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছিল, পরে তা নির্মূলও হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করে শিশুদের ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো শুরু হয়। মি. হোসেন বলেন, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায় হামে মৃত্যু বড়ো আকার ধারণ করেছে। "একেতো হামের টিকা ছিল না। তার ওপর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে ভিটামিন- 'এ', সেটাও ছিল না। ফলে যাদের হাম হয়েছে, তাদের সেরে উঠতে দেরি হয়েছে বা অনেকে সেরে উঠতে পারেনি। নিউমোনিয়া বা অন্যান্য জটিলতা হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।" একইসঙ্গে পুষ্টির অন্যতম এই উপাদান ভোজ্যতেলে থাকা বাধ্যতামূলক করে বাংলাদেশে একটি আইনও রয়েছে। ভোজ্যতেলে ভিটামিন- 'এ' না থাকলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধানও রয়েছে আইনটিতে।

ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুলের উপকারিতা কী?

শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সঠিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকার জন্য ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো জরুরি বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকরা। ভিটামিন- 'এ' ক্যাপসুল শিশুর দেহে যে-সব ভূমিকা রাখে তা হলো :

১. শিশুদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সহায়তা করে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং এতে শিশু বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে।
৩. শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি এবং সঠিক ওজন বজায় রাখতে সহায়তা করে।
৪. ডায়রিয়া ও হামসহ অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।
৫. শিশুর ত্বক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
৬. রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ভিটামিন-এ খাওয়ানোর পাশাপাশি কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানোর প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন জনস্বাস্থ্যবিদ মি. হোসেন। ড. মুশতাক হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভিটামিন- 'এ'-এর সাথে আরেকটাও ছিল, সেটা হচ্ছে কৃমিনাশক খাওয়ানো। বাচ্চাদের পুষ্টি কৃমি খেয়ে ফেললে এটাও অপুষ্টির একটা কারণ হতে পারে। তাই ভিটামিন- 'এ' ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি কৃমিনাশক ঔষধও খাওয়াতে হবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

সঞ্চয়পত্রের লাভ হাতে আসবে কম, প্রতিক্রিয়া কেমন হবে

বাংলাদেশের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় অগ্রিম কর বাড়িয়েছে সরকার, যার ফলে সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ থেকে আগের তুলনায় মানুষের হাতে টাকা আসবে কম। এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার টাকা তোলার সময় এখন থেকে ১০ শতাংশ হারে অগ্রিম কর কেটে রাখবে সরকার। এর আগে, সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় পাঁচ শতাংশ হারে উৎস কর কাটা হতো। তবে প্রস্তাব অনুযায়ী, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা থেকে অগ্রিম কর কেটে রাখার পর বছর শেষে সেটি কোনো করদাতার প্রদেয় আয়করের চেয়ে বেশি হলে কর হিসেবে বাড়তি নেওয়া টাকা সরকার ফেরত দেবে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, সরকার দেশের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নতির লক্ষ্যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬০টি পণ্যের ওপর উৎসে কর হ্রাসের একটি বড়ো জনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অথচ মধ্যবিত্তের নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে পরিচিত সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে মুনাফায় কর বাড়ানোর কারণে যারা এই মুনাফার টাকায় ঘর সংসার চালাতে নির্ভর করেন, তাদের ওপর চাপ কিছুটা হলেও বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একইসঙ্গে, মুনাফা কম পেলে কিংবা লাভের দিক থেকে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার পরিবর্তে সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ আকর্ষণীয় না হলে মানুষ সঞ্চয়পত্র কিনতে আগ্রহী হবে কি-না, সেই প্রশ্নও উঠছে। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, প্রবাসী পরিবারের সদস্য কিংবা গৃহিণীরা সঞ্চয়পত্র বেশি কিনেন- এমন ধারণা প্রচলিত আছে। "যেভাবেই হোক, আয় কমলে মানুষ অস্বস্তিতে পড়ে। আর সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে রাখলে কত লাভ পাবো আর সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করলে কত পাবো, সেই হিসাব নিশ্চয়ই মানুষ করবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরি। যদিও বেসরকারি সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলছেন, "ব্যাংক ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা কম। সুদের হারও তুলনামূলক কম। সে জায়গায় সঞ্চয়পত্র এখনো আকর্ষণীয় বিনিয়োগ। ফলে মুনাফায় কর বাড়লেও মানুষ খুব বেশি নিরুৎসাহিত এখনি হবে বলে মনে হয় না।"

সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে সরকারের কতটা লাভ-ক্ষতি?

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চার ধরনের সঞ্চয়পত্র আছে। এগুলো হলো পরিবার সঞ্চয়পত্র, পেনশনার সঞ্চয়পত্র, পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র। পরিবার সঞ্চয়পত্র ছাড়া বাকি সব সঞ্চয়পত্রে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানও বিনিয়োগ করতে পারে। মেয়াদপূর্তি সাপেক্ষে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ। সরকার তার ঘাটতি মোকাবিলায় সঞ্চয়পত্র থেকে অর্থ ধার করে থাকে। কিন্তু সঞ্চয় অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছর সঞ্চয়পত্র বিক্রির তুলনায় বেশি ভাঙানোর কারণে ঋণ নেওয়ার চেয়ে বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে সরকারকে। এমন প্রেক্ষাপটে সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় উৎস করের পরিবর্তে এবার অগ্রিম কর কাটার পদ্ধতি চালু করতে ২০২৩ সালের আয়কর আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় পরিবর্তন এনেছে সরকার, যা অর্থমন্ত্রী অর্থবিল ২০২৬-এ প্রস্তাব করেছেন। সংসদে উত্থাপিত অর্থবিলই মূলত বাজেট হিসেবে পরিচিত। অর্থমন্ত্রী ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছেন, যাতে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

বাজেট প্রস্তাবনায় প্রতিবছরের মতো এবারেও সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এবার এর পরিমাণ সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। মূলত বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার যে-সব খাত থেকে ঋণ নিয়ে থাকে সঞ্চয়পত্র তার একটি। বাজেট প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তোলার সময় এখন থেকে ১০ শতাংশ হারে অগ্রিম কর কেটে রাখবে সরকার। এর আগে, ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে কর কাটা হতো। নতুন প্রস্তাবে সেই ব্যবস্থা বাতিল করে উৎসে কর্তিত করকে 'অগ্রিম কর' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখন সঞ্চয়পত্রে সাড়ে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি ১ লাখ টাকায় মাসে প্রায় ৯৯৪ টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। এতদিন ৫ শতাংশ হারে কর কাটার পর বিনিয়োগকারী ৯৪৫ টাকা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী এখন বিনিয়োগকারী পাবেন ৯০০ টাকারও কম। যদিও বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে শুক্রবার অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার দাবি করেছেন যে, "সঞ্চয়পত্র নিয়ে বাজেটে নতুন কোনো নীতি গ্রহণ করা হয়নি।" জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর সঞ্চয়পত্র বিক্রি সম্পর্কিত যে তথ্য চলতি বছরের শুরুতে প্রকাশ করেছে, তাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে সঞ্চয়পত্রের নিট বা প্রকৃত বিক্রির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪৬১ কোটি ২ লাখ টাকা।

বিশ্লেষকরা যা বলছেন

বিশ্লেষকরা বলছেন, হাতে টাকা থাকলে সাধারণত সেই টাকা সঞ্চয়পত্র বা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ কিংবা ব্যাংকে জমা রাখে মানুষ। কিন্তু ব্যাংক খাত নিয়ে অনাস্থা আর শেয়ারবাজারের দুরবস্থার কারণে অনেকের কাছে সঞ্চয়পত্রই ছিল একমাত্র নিরাপদ বিনিয়োগযোগ্য ক্ষেত্র। ঢাকার রামপুরার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে রফিকুল ইসলাম গত ১১ বছর ধরে নিয়মিত সঞ্চয়পত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে আসছিলেন। তার মতে, সঞ্চয়পত্রে যারা বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে কিংবা এই বিনিয়োগের অর্থ থেকে যারা সংসার ব্যয় নির্বাহ করে, তাদের জন্য কর বাড়ানোর খবরটা দুশ্চিন্তার। "আমি নিজেও অনেক বছর ধরে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করছি। যদিও আমার সংসারের অর্থ এই আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আমি এমন কয়েকজনকে চিনি, তাদের সংসার ব্যয়ের বড়ো অংশই সঞ্চয়পত্রের লাভ থেকে আসা। আমি নিশ্চিত, তারা বেশ হতাশ হবেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার এনবিআর বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে চাইছে বলেই বাজেটে সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় কর বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরি বলছেন, এই হতাশা আসাটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ব্যাংকে রাখা টাকার তুলনায় আকর্ষণীয় না হলে মানুষ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহী হবে না। "আগের চেয়ে লাভ কমায় এমনি মানুষ নতুন করে সঞ্চয়পত্র কিনছে কম। এখন মুনাফার ওপর কর আরও বাড়লে মানুষ হিসেব করবে, কোথায় লাভ বেশি সঞ্চয়পত্রে, নাকি ব্যাংকে। সেক্ষেত্রে মানুষ টাকার রাখার জন্য ভালো ব্যাংকের দিকে ঝুঁকবে। আমার মতে, সঞ্চয়পত্রকে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় রাখলে মানুষ বেশি উৎসাহী হবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তার মতে, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর কর দ্বিগুণ করে সরকার হয়ত এই ইঙ্গিত দিতে চাইছে যে, তারা সঞ্চয়পত্রকে আকর্ষণীয় রাখতে চাইছে না বরং তারা চাইছে মানুষ ব্যাংকের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠুক। তবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলছেন, সরকার অনেকগুলো খাতে কর ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং সে কারণে রাজস্ব আদায়ের উৎস বাড়ানোর একটি চেষ্টা এবারের বাজেটে দেখা যাচ্ছে। "রাজস্ব বাড়ানোর জন্য এনবিআর বহির্ভূত উৎস হিসেবেই হয়ত সরকার সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বছর শেষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর অগ্রিম হিসেবে বাড়তি অর্থ রিফান্ড করার সুযোগই এবার রাখা হয়েছে। তাছাড়া ব্যাংকে সুদের হার আরও কম ও ব্যাংক ব্যবস্থায় অনেকের আস্থাও কম। সে কারণেই সঞ্চয়পত্র আমার মনে হয় এখনো বিনিয়োগের আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবেই থাকবে।" তার মতে, সরকারের রাজস্ব দরকার এবং সে কারণে যেখানেই সুযোগ আছে, সেখানেই চেষ্টা করছে সরকার, "সব মিলিয়ে সঞ্চয়পত্রের মুনাফায় কর বাড়ানো রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টারই প্রতিফলন।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রামে ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর-হেনস্তার অভিযোগ, ফের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে খুলশী থানায় নিয়ে গিয়েও হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ নাঈমের। ওই ঘটনার পরদিন বিকেলে চট্টগ্রামের নিজ বাসায় একটি সংবাদ সম্মেলনে নাঈম হাসান পুলিশের তিনজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গায়ে হাত তোলা ও হেনেস্তার অভিযোগ তোলেন। ক্রিকেটার মি. হাসানের বাবা মাহবুবুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটার, তার গায়ে কোনো কারণ ছাড়া হাত তুলেছে, পিটিয়ে গাড়িতে উঠতে বাধ্য করেছে। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।" শুক্রবার রাতে ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর কিছুটা চাপে পড়ে পুলিশ। পরদিন সকালেই চট্টগ্রামের বন্দারহাটে নাঈমের বাড়িতে যায় চট্টগ্রামের পুলি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী। ওই ঘটনার পরদিন শনিবার তিনজন পুলিশ কর্মকর্তারা নাম উল্লেখ করে নাঈম হাসানের ভাই সাব্বির হাসান বাদী হয়ে চট্টগ্রামের খুলশী থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত দুইজন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার কথা জানিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ। বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমল থেকেই বাংলাদেশে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশের ভূমিকার পর গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশের আচরণে পরিবর্তন আনতে বা পুলিশের ভাবমূর্তি ফেরাতে নানা উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশের অবস্থান নিয়ে আবারও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সাইন্স বিভাগের অধ্যাপক উমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশের আচরণে যে ধরনের পরিবর্তন আসা করা হয়েছিল, পোশাকের পরিবর্তন ছাড়া আচরণে কোনো পরিবর্তনই আসেনি। নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিবি। শনিবার এক বিবৃতিতে বিসিবি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছে।

'একজন এসে আমার গলা চেপে ধরে'

নাঈম হাসান গণমাধ্যমকে জানান, ঢাকায় প্রিমিয়ার লিগের খেলা শেষে শুক্রবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটের ফ্লাইটে চট্টগ্রাম পৌঁছার কথা ছিল তার। তবে ফ্লাইট দেরিতে হওয়ায় রাত ১০টা ২০ মিনিটে তিনি চট্টগ্রাম পৌঁছান। পরে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অটোরিকশা করে বন্দারহাটের নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে। সেটি এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নামার পর লালখান বাজার এলাকায় পুলিশের এক সদস্য থামার সংকেত দেন। মি. হাসান অভিযোগ করেন, পুলিশ তাকে থামাতেই কয়েকজন ডিবি পুলিশ পরিচয়ে চালকের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে নেন। এরপর তাকে নামিয়ে গলায় ধাক্কা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলার চেষ্টা করা হয়। তখন তিনি নিজেকে জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে পরিচয় দেন, পরিচয়পত্রও দেখান। তবু তাকে ঘটনাস্থলে থাকা একজন পুলিশ তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন বলে তিনি জানান। শনিবার বিকেলে নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে নাঈম হাসান বলেন, "আপনার কাছে গোপন সংবাদ আসতেই পারে। আপনার রাইট ওয়ে হচ্ছে আপনি তাকে দাঁড় করাবেন, জিজ্ঞেস করবেন। অবশ্যই ব্যাগ চেক করার রাইট পুলিশের আছে। উনারা তো সেটা করেনি।" "ওনারা চাইলে আমি তো চেক করতে দিতাম। আমি একবার উনি চেক করে নাই, আমি সিএনজি থেকে নামছিলাম, পরে আমারে আবার বলতেছে সিএনজিতে উঠতে। সিএনজিতে ওঠার সাথে সাথেই একজন এসে আমার গলা চেপে ধরে।" মি. হাসান শুক্রবার রাতে অভিযোগ করেন, ঘটনাস্থলে বসে পুলিশ তার ফোনটি নিয়ে নেন। পরবর্তীতে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর ফোনটি ফেরত দেওয়া হয়। বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "থানায় যাওয়ার পর ওসিকে আমি আমার পরিচয় যখন দিলাম, তখন ওসি আমাকে বলতেছে, চোখ নিচে নামায়ে কথা বলতে। তখন ওনার মোবাইলে একটা কল আসে। কল আসার পর পরে যখন কথা হইছে, তখন আমারে বলতেছে ভাইয়া আপনি বসেন। তখন আবার পুলিশের সুর চেঞ্জ।" এই ক্রিকেটারের দাবি, থানায় যাওয়ার পর পুলিশ তার ব্যাগে থাকা প্রতিটি জিনিস এক এক করে চেক করে। কিন্তু সেখানে কোনো কিছুই তারা পায়নি।

থানায় মামলা, দুইজন পুলিশ বরখাস্ত

নাঈম হাসান ও তার পরিবারের দাবি, প্রথমেই পুলিশকে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, থানায় নেওয়ার পরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশের দায়িত্বরতরা সে সব আমলেই নেয়নি। নাঈম হাসান যখন শনিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে আসেন তখন শুরুতেই তিনি বলেন, "আমি এখানে এসেছি মূলত ওই ভাইদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য। প্রায় ১০০-১২০ জন মানুষ সেখানে ছিল। তারা আমার সঙ্গে থানায় গেছে। তারা না থাকলে ঘটনাটা অন্যরকম হতে পারত।" তার দাবি, ওই ঘটনাটির সময় সাধারণ মানুষ যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা তাকে চিনতে পেরে তার সাথে সাথে থানায় গিয়েছে। যে কারণে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়নি। ওই ঘটনার পরদিন খুব অল্প সময়ের জন্য সংবাদ সম্মেলন করেন নাঈম। বিকেলে নাঈমের বাবা মাহবুবুল আলম বিবিসি বাংলার কাছে অভিযোগ করেন, সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার অভিযোগে পুলিশ তার ছেলেকে হেনস্তা করেছে। তিনি বলেন, "গোয়েন্দা সংস্থা পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছে যে, সোনা চোরাচালান আসতেছে এত নম্বর গাড়িতে। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে সোনা চোরাচালানকারী বানাতে চাচ্ছিল গোয়েন্দা সংস্থা। তারা কোথা থেকে ইনফরমেশন পেল যে, সোনা চোরাচালান হচ্ছে? ওনাদেরও তলব করা দরকার।" তিনি জানান, সেই সময় ঘটনাস্থলে তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। মি. আলম

বলছিলেন, "আমার ছেলেটার ভুল থাকলে তারা আইনগত ব্যবস্থা নেবে। কেন তাকে পেটানো হলো, গায়ে হাত তোলা হলো কেন?" নাঈম হাসানের পরিবারের পক্ষ থেকে তিনজন পুলিশের নাম উল্লেখ করে মামলার আবেদন করা হয়। এর মধ্যে খুলশী থানার এসআই শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া ও তার সাথে থাকা কনস্টেবল মো. রাসেল চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

সিএমপির পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপেশাদার আচরণের অভিযোগ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কথাও জানায় পুলিশ। ওই ঘটনার পরদিন চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার নাঈম হাসানের পরিবারের সাথে দেখা করেন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের ডিসি উত্তর আমিরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ওই পুলিশ কর্মকর্তাদের কোথাও না কোথাও ভুল ছিল। পুলিশের যারা ওখানে গিয়েছিল, তাদের প্রক্রিয়াগত কিংবা উদ্দেশ্যগত ভুল থাকতে পারে। সেই অনুযায়ী সবাইকে আইনের আওতায় আমরা নিয়ে আসবো।"

পুলিশের আচরণ নিয়ে সেই অতীত প্রশ্ন

ক্রিকেটার নাঈম হাসান বাংলাদেশের ক্রিকেটে পরিচিত মুখ। তার সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি নিয়েই শনিবার দিনভর নানা আলোচনা হয়েছে। বিসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটারের সঙ্গে এমন অশোভন আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। বোর্ড বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। একই সাথে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তও দাবি করেছে বিসিবি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কোনো ধরনের অপরাধ ছাড়াও যেখানে জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্রিকেটারের সাথে এই ধরনের এই ধরনের আচরণ হলে সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের আচরণ কেমন হবে। এই প্রশ্ন করা হয়েছিল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের ডিসি উত্তর আমিরুল ইসলামের কাছেও। তিনি বলেছেন, "আইন প্রয়োগের পুলিশ কোনো ব্যক্তি ভেদ করে না। পুলিশ সদস্য অন্যায় করলে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।" বাংলাদেশ বেশ কয়েক বছর ধরে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, জুলাই অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতেও পরিবর্তন আসবে। অপরাধ বিশ্লেষকরা মনে করেন, সরকার সব সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে থাকে, যে কারণে পুলিশের আচরণ চাইলেও সেভাবে পরিবর্তন আনা যায় না। অপরাধ বিশ্লেষক অধ্যাপক উমর ফারুক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "পুলিশের আচরণে যে ধরনের পরিবর্তন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, এটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যায়নি। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের সরকার কখনোই পুলিশের গুণগত পরিবর্তন চায়নি।" তার শঙ্কা, একজন জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়ারের বেলায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় যে সংকট আগে ছিল, সেটি এখনো কাটবে না। মি. ফারুক বলছিলেন, "শুধু এটা খেলোয়ারের ক্ষেত্রে ঘটেনি। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদেরও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। এখন জাতীয় একজন ক্রিকেটারের নিরাপত্তার বিষয়টি যদি এমন হয়, তাহলে আমরা যারা সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি কেমন হবে? (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ নারগীস)

যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হলে হরমুজ খুলবে, জানালো ইরান

হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়াসহ ইরানে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি তাদের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, এই চুক্তির মধ্যে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়টিও রয়েছে, তবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা পরে শুরু হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারাও চুক্তির কিছু বিষয় নিশ্চিত করেছেন। তাদের মতে, ইরান চুক্তির শর্তগুলো পূরণ করলেই কেবল অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালালে যুদ্ধের সূচনা হয়। জবাবে ইরান ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। একইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দেয়। এপ্রিল মাসে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে চলতি সপ্তাহে উভয় পক্ষ দুই দফা পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বলেছেন, তিনি ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলা বাতিল করেছেন, কারণ আলোচনাকারীরা "মাত্রই একটি চমৎকার সমঝোতায় পৌঁছেছেন।" তার মতে, চুক্তিটি খুব শিগ্গিরই স্বাক্ষরিত হতে পারে।

শুক্রবার ইরানের গণমাধ্যমে কথিত ১৪ দফা চুক্তির কিছু বিবরণ প্রকাশ করা হয়। তবে ট্রাম্প এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যে শর্তগুলোতে সম্মতি হয়েছে, তার "কোনো সম্পর্ক নেই" এবং সেগুলো "বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।" এর কয়েক ঘণ্টা পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক নিয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং এখন এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায় যে, ইরানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সংস্থা সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে এই সর্বশেষ চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে 'সমর্থক ও বিরোধী' উভয় পক্ষই রয়েছে। তবে আরাঘচি বলেছেন যে, সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। "এ মুহূর্তে আমাদের অপেক্ষা

করতে হবে। অনুমোদন পাওয়া গেলে চুক্তিটি দূরবর্তীভাবে স্বাক্ষর করা হবে," বলেন তিনি। যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করার লক্ষ্যে যে আলোচনা চলছে, তাতে ইসরায়েল অংশ নিচ্ছে না। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার বিষয় এখন ভারতের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

চীন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহে ভারতে কৌশলগত উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে দেশটির শিলিগুড়ি করিডোরসহ সংবেদনশীল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত সাতটি রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ভারতের নীতি-নির্ধারকদের নতুন করে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই যুদ্ধ বিমান কেনার সিদ্ধান্তের পর থেকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে দিল্লি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাকিস্তান এরই মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর জেএফ-১৭ সিমুলেটর হস্তান্তর করেছে, যা দুই দেশের মধ্যে গভীরতর প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ইঙ্গিত দেয়। পাকিস্তান ও চীনের যৌথভাবে তৈরি এই যুদ্ধবিমানটি এরই মধ্যে আজারবাইজান, মিয়ানমারসহ কয়েকটি দেশ ব্যবহার করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে সম্পর্ক শীতল হওয়ার পর নতুন সরকার আসার পর দিল্লি আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। হয়ত নতুন সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে। কিন্তু এই পদক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক, সামরিক গতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, ভবিষ্যতে জেএফ-১৭ সংক্রান্ত যে-কোনো চুক্তি ভারতের সীমান্তে চীন-পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে দেশটির নিরাপত্তা উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশে জেএফ-১৭ যুদ্ধ বিমান কেনার উদ্যোগ ভারত, চীন, পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিপজ্জনক নতুন সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের এই উদ্যোগ এখন আর শুধু একটি সাধারণ যুদ্ধ বিমান কেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তা উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভারতের এই উদ্বেগ তৈরি হয় সেই সময়, যখন পাকিস্তানি গণমাধ্যম জানায়, দেশটি বাংলাদেশকে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর জেএফ-১৭ ফ্লাইট সিমুলেটর হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশ সম্ভবত ভারতের চাপ মোকাবিলা করে এই যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। দেশটির বিমান বাহিনী শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে ভালো বিকল্প আর নেই। জেএফ-১৭ ফ্লাইট সিমুলেটর হস্তান্তরের এই সিদ্ধান্তকে বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ বিমানটি কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন জোরালো ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। পাকিস্তান অ্যারোনেটিক্যাল কমপ্লেক্স এবং চীনের চীন ডু এয়ারক্রাফট করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত জেএফ-১৭ বিমানটিকে একটি সাশ্রয়ী ও বহুমুখী যুদ্ধবিমান হিসেবে দেখা হয়, যা দৃষ্টিসীমার বাইরের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এবং আধুনিক এবিএনএক্সে সজ্জিত। জেএফ-১৭ কেনা হলে বাংলাদেশকে তার পুরোনো মিগ-২৯ এবং এফ-৭ বিমানবহর প্রতিস্থাপন করতে এবং আকাশপথে যুদ্ধ করার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে সাহায্য করবে। এই বিমান কেনা আকাশযুদ্ধে ভারতের আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বকে অতিক্রম করতে পারবে না বটে, কিন্তু সক্ষমতার ব্যবধান কমাতে পারবে। ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলতে পারে বাংলাদেশ। বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর নিয়ে ভারত দুর্ভাবনায় থাকে। এই করিডোর ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেটি ঘিরে দেশটির যে পরিকল্পনা, তা চাপের মধ্যে ফেলতে পারে। যুদ্ধবিমান কেনার এই বিষয়টি এমন এক সময় ঘটছে, যখন বাংলাদেশের সাবেক পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবির কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক টানাপড়েনের মধ্যে রয়েছে। শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে পালিয়ে যান। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে গভীরতর প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ভারতীয়রা সবসময় সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। এর ফলে এই অঞ্চলে শক্তিশালী সমরাস্ত্র ও সেনা মোতায়েনের সূত্রপাত ঘটতে পারে। যদিও সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা খুবই কম। মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কাছে মাত্র ৪৪টি যুদ্ধবিমান মজুত থাকার তথ্য রয়েছে। যার মধ্যে ৩৬টি পুরোনো এফ-৭ এবং বাকি ৮টি মিগ-২৯। এই ক্ষুদ্র বাহিনী ভারতীয় বিমান বাহিনীর তুলনায় নগণ্য। যাদের কাছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৯টি ফাইটার স্কোয়ার্ড ড্রোন রয়েছে। প্রতিটি স্কোয়ার্ড ড্রোনে ১৮টি যুদ্ধবিমান আছে ধরে নিলে ভারতের আনুমানিক ৫২২টি যুদ্ধবিমানের একটি সম্মুখ সারির বহর থাকতে পারে। যার মধ্যে ডেজার্ট মিরাজ, ড্যাসেল রাফালে, এসইউ-৩০, এম কে আই এবং এইচ এ এল তেজাসসহ অন্যান্য যুদ্ধবিমান রয়েছে।

ভারত বিমান শক্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হিসেবে এই যুদ্ধবিমান কিনতে চাইছে না। বাংলাদেশের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার সম্ভাবনা দেশটিকে তার আকাশসীমায় টহল দিতে এবং আকাশ পথে যুদ্ধ করার সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এই চুক্তিকে চীনের অন্যতম বৃহত্তম অস্ত্র ক্রেতা হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করবে। চীনা অস্ত্রের উপর বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকে ব্যাপক নির্ভরশীল। এর অত্যাধুনিক চীনা ব্যবস্থাপনাগুলো চীনা খুচরা যন্ত্রাংশ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং সফটওয়্যার আপডেটের উপর

নির্ভরশীল থাকবে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নির্ভরতাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযোগকারী ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২০ কিলোমিটার প্রশস্ত ভূখণ্ড শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান। ভারতের জন্য এটি কৌশলগত দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়। নিকটবর্তী বিরোধপূর্ণ অরুণাচল প্রদেশ থেকে চীনের অগ্রযাত্রা ভারতকে তার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেন্ট্রার ফর জয়েন্ট ওয়্যারফেয়ার স্টাডিজ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের চীনা যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। একইসঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব মোকাবিলায় চীনকে কৌশলগত সুবিধা দিতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক আরও গভীর করতে পারে। বাংলাদেশকে নিজের প্রভাব বলয়ে আনার জন্য চীনের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত আরো জরুরি ভিত্তিতে সুরক্ষিত করতে বাধ্য করতে পারে। যার ফলে ভারতের সামরিক সম্পদের পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন হবে। ভারতীয় বিশ্লেষকরা মনে করেন, ভারতের সঙ্গে চীনের যে-কোনো সংঘাতের সময় সীমিত সামরিক সম্পদ আটকে রাখার জন্য বাংলাদেশকে কাজে লাগাতে পারে বেইজিং। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সম্ভাব্য জেএফ-১৭ বিমান ক্রয় ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নতুন রূপ দিয়েছে। ২০২৪ সালের লি কুয়ান ইউ স্কুল অফ পাবলিক পলিসির জন্য লেখা এক প্রবন্ধে বিশ্লেষক বায়ন জন লিখেছেন, শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রনীতি ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। হাসিনার শাসন আমলে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি ঘোষিত সোনালী যুগে প্রবেশ করেছিল। তার পতনের পর সে অবস্থার অবসান হয়েছে। হাসিনা ভারতের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রকল্প থেকে সরে এসেছিলেন। চীন সমর্থিত সোনাদিয়া বন্দর প্রকল্প এবং তিস্তা নদী প্রকল্পে চীনকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। হাসিনার ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী প্রবণতা বিরোধী ও সুশীল সমাজ গোষ্ঠীর উপর দমন-পীড়ন এবং এর ফলে সৃষ্ট গণবিক্ষোভের কারণে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাত ঢেলে সাজানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে ভালো পছন্দ হচ্ছে চীনের জেএফ-১৭ বিমান কেনা।

ভারতীয় বিশ্লেষক বিজয় কুমারের মতে, হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ভারত বীমুখতার একটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময়ে হাসিনা সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো বাতিল করা হয় ভারতের নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক উদ্যোগগুলোয় বিলম্ব ঘটানো হয়। ভারতের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ তার কৌশলগত স্বায়ত্বশাসন রক্ষার জন্য পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে। অন্যদিকে হাসিনাকে ভারতের সমর্থন দেওয়া এবং তাকে প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। (রেডিও তেহরান: ১৩.০৬.২০২৬ রুবাইয়া, এলিনা)

ক্রিকেটার নাঈমকে মারধর; এসআইসহ ২ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত, ঘটনা তদন্তে কমিটি

বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার অভিযোগে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) এক উপ-পরিদর্শকসহ (এসআই) দুই সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সিএমপি। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন- খুলশী থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া এবং কনস্টেবল মো. রাসেল চৌধুরী। এর আগে, শুক্রবার রাতেই তাদের খুলশী থানা থেকে প্রত্যাহার করে সিএমপির দামপাড়া পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া এ ঘটনায় জড়িত পুলিশের সোর্স সোহেলকেও আটক করা হয়েছে। আজ (শনিবার) দুপুরে সিএমপির সহকারী কমিশনার (পিআর) আমিনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বরখাস্তের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপেশাদার আচরণের অভিযোগ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, শনিবার দুপুরে নগরীর বহদ্দারহাট ফরিদার পাড়া এলাকায় ক্রিকেটার নাঈম হাসানের বাসায় যান সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সেখানে তিনি ক্রিকেটার নাঈমের খোঁজ-খবর নেন এবং ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সিএমপি কমিশনার বলেন, "কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় পুলিশ নেবে না। যার দায় তাকেই নিতে হবে। অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জড়িতদের বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না।"

নাঈমের সঙ্গে যা ঘটেছিল

ক্রিকেটার নাঈম হাসান জানান, ঢাকায় প্রিমিয়ার লিগের খেলা শেষে রাতের ফ্লাইটে তিনি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে একটি অটোরিকশা করে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নামার সময় লালখান বাজার এলাকায় খুলশী থানা পুলিশের রাত্রিকালীন 'মোবাইল-৩৩' টিম অটোরিকশাটিকে থামার সংকেত দেয় এবং চালকের কাছ থেকে গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে নেয়। এরপর গাড়ি থেকে নামিয়ে নাঈম হাসানকে লাঠি ও পাইপ দিয়ে মারধর

করেন খুলশী থানার এসআই শফিকুল ইসলাম ও পুলিশের সোর্স সোহেল। এক পর্যায়ে অন্য একটি অটোরিকশায় করে নাঈমকে খুলশী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেও তাকে হেনস্তা করা হয়। খবর পেয়ে গভীর রাতে নাঈমের বাবা, স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় হাজির হন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্মকর্তা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে থানা থেকে ছাড়া পান নাঈম। এই ঘটনায় নাঈম হাসান ইতোমধ্যে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিকে, জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটারের ওপর পুলিশের এমন মারধর ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প

গতকাল শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা, একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, শীঘ্রই এটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর জবাবে ইরান জানায় যে, তারা এবিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছালেও এখনো কিছুই নিশ্চিত হয়নি। মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাক্সিওসের ভাষ্যানুযায়ী, তারা এবিষয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে। এতে বলা হয় যে, তিনি সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, "চলতি সপ্তাহান্তে বা সোমবারের মধ্যে" একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান যে, চুক্তিটি হওয়ার বিষয়ে তাদের প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আস্থা রয়েছে। একাধিক মার্কিন গণমাধ্যমের ভাষ্যানুযায়ী, দ্রুত হলে আগামীকাল রবিবারেই জেনেভায় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাইয়ের বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায় যে, অভ্যন্তরীণ আলোচনা 'চূড়ান্ত' পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠক' চলছে, তবে কখন ও কোথায় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে, সে বিষয়ে এখনো কিছুই নিশ্চিত করা হয়নি। তিনি বলেন যে, প্রক্রিয়াটি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেও পারে, আবার নাও পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ক্রিকেটার নাঈমকে পেটানোর ঘটনায় ২ পুলিশ বরখাস্ত

জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধরের অভিযোগে পুলিশের এক উপ-পরিদর্শকসহ (এসআই) দু-জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। আজ শনিবার দুপুরে ক্রিকেটার নাঈম হাসানের বাসায় গিয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী। নাঈম হাসানের বাসা চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁওয়ের ফরিদারপাড়া এলাকায়। তাকে মারধরের ঘটনার বিষয়ে জানতে ও দুঃখ প্রকাশ করতে সেখানে যান সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী। তার আগে, নাঈম হাসানকে অটোরিকশা থেকে নামিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে খুলশী থানায় নিয়ে গিয়েও হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ নাঈমের। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ রনি)

বিধ্বস্ত ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান

ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট শনিবার দেশটির উত্তরে জোরহাট শহরের এয়ারফোর্স স্টেশনে বিধ্বস্ত হয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (আইএএফ) জানিয়েছে, বিমানটি অবতরণের সময় হওয়া দুর্ঘটনায় রাশিয়ার তৈরি একটি এন-৩২ বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, তা নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএএফ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ রনি)

২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে : শেহবাজ শরিফ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান চুক্তির খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই দেশের চুক্তি চূড়ান্ত হতে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির একটি ফ্রেমওয়ার্কে একমত হয়েছে দুই দেশ। দুই দেশের মধ্যে একটি ইলেকট্রনিক সাইনিং-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। পরের সপ্তাহে এই বিষয়ে টেকনিক্যাল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবিত এই চুক্তি গত এপ্রিলে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি আরো ৬০ দিন বাড়াবে। এই সময়ে হরমুজ প্রণালি পুনরায় ধীরে ধীরে চালু করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

বাজেটে মদ-সিগারেটের ট্যাক্স বাড়ানোয় বিরোধীদল নাখোশ : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, আগামী বাজেটে মদ-সিগারেট ও বিলাসী পণ্যের ওপর ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে বিরোধীদল চরমভাবে নাখোশ হয়েছে। তারা এ বাজেট মানে না দাবি করে মিছিল সমাবেশ করছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩৭টি পণ্যে ট্যাক্স কমানো হলো, সেটা তারা কোথাও বলছে না। এতে কী বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ

নয়- বিশেষ কিছু শ্রেণির স্বার্থই তাদের কাছে বড়ো। শনিবার (১৩ জুন) কক্সবাজার সদরের পিএমখালীর পাতলী খাল পুনঃখনন উদ্বোধন শেষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সুবেদার মেজর আবদুল মাবুদের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন জিকুর সঞ্চালনায় পথসভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিরোধীদলের অযৌক্তিক বিরোধিতায় আমরা কান দিচ্ছি না। সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল জমিকে আবাদ যোগ্য করে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। অর্ধশত বছর আগে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পাতলী খাল খনন করে চাষাবাদ বাড়িয়েছেন। মাঝে খালটি নাব্যতা হারানোর পাশাপাশি বেদখল হয়েছে। এখন পুনঃখনন হচ্ছে, আবারও পূর্বের মতো আবাদের সুযোগ আসবে। এভাবে সারা বাংলাদেশে ৪০ হাজার মিটার খাল খনন হলে চাষাবাদের সহজলভ্যতা বাড়বে। কৃষক লাভবান হলে দেশ লাভবান হবে। দেশ লাভবান হলে স্বনির্ভরতা আসবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৬৪৮

দেশে হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম সন্দেহে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৬ জনে। একইসঙ্গে নিশ্চিত হামে মারা গেছে ৯২ শিশু। সব মিলিয়ে হাম ও হামের উপসর্গে মারা গেছেন ৬৪৮ জন। শনিবার (১২ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯২ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৫৫৬ জন। সব মিলিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৪৮ জনে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৬৩ জনের। এসময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৭৬৩ জন। গত ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ১০ হাজার ২৪৮ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৮৯৯ জন। একই সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৬৯ হাজার ৬০৬ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৬৫ হাজার ৮৫২ জন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইশতেহারে থাকলেও ৭ মাসেও নির্মাণ হয়নি টিএসসি-সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) গঠনের সাত মাস পেরিয়ে গেলেও টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম নির্মাণের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। শিবির সমর্থিত বিজয়ী প্যানেলের এ মূল অঙ্গীকারটি এখনো ফাইলবন্দি থাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি থাকলেও নেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ণাঙ্গ টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটোরিয়ামের অভাব দীর্ঘদিনের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সেমিনার, বিতর্ক, সম্মেলন এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এসব স্থাপনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে। এদিকে, চাকসু নির্বাচনের সময় শিবির সমর্থিত প্যানেল ৩৩ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছিল। ইশতেহারের ২৭ দফায় ছিল টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম নির্মাণ। তবে প্রতিশ্রুত এ ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে টিএসসি ও সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ। এসব স্থাপনা নির্মিত হলে সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল চর্চার পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হতো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বড়ো প্রণোদনায় পুনরুজ্জীবিত হতে পারে কৃষিখাত

দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যার মধ্যে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাখা হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা, যা পুরো প্যাকেজের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ। এছাড়া উত্তরবঙ্গকে কৃষিভিত্তিক হাব হিসেবে গড়ে তুলতে আলাদা তিন হাজার কোটি টাকা এবং হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানির জন্যও দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য আরও পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে। তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতেও। ওই দুই খাতের বরাদ্দও পরোক্ষভাবে কৃষির জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় পর কৃষিতে এমন প্রণোদনায় এ খাতকে দারুণভাবে পুনরুজ্জীবিত করবে বলে মনে করছেন কৃষি অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, সুষ্ঠু ও অধিক উৎপাদনশীল উপখাতগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এ ঋণ ও অর্থায়ন করা দরকার। এছাড়া, এর মাধ্যমে দেশের প্রকৃত চাষি ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে অর্থনীতি যেমন ঘুরে দাঁড়াবে, বাড়বে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানও। জানতে চাইলে কৃষি অর্থনীতিবিদ জাহাঙ্গীর আলম খান জাগো নিউজকে বলেন, করোনা পরবর্তীকালে কৃষিসহ দেশের পুরো অর্থনীতিতে বরাদ্দ ও বিনিয়োগ কমছে। এ

অবস্থায় এ ধরনের প্রণোদনা পুঁজির সঞ্চার করবে, বিনিয়োগেও উৎসাহ বাড়াবে। নতুন উদ্যোক্তা যারা কৃষিতে এসেছেন, যারা বড়ো পরিসরে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা করছেন, সবাই উৎসাহিত হবেন। "এ ধরনের প্রণোদনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বিনিয়োগের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। নতুন ও পুরোনো উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত চাষি, তারা সহজে সহায়তা পাবেন," যোগ করেন তিনি। ৬০ হাজার কোটি টাকার ওই পুরো প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন হলে ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মনে করছে দেশের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এর মধ্যে কৃষি ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে ৯ লাখ মানুষ। যারা সরাসরি কৃষির উৎপাদন, কৃষিশ্রম ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাজেটে স্বস্তি দেখছেন ব্যবসায়ীরা, প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদরা

বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরির প্রত্যাশায় বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজশাহীর ব্যবসায়ীরা। তবে উচ্চ ঘাটতি ও ঋণনির্ভর অর্থায়নের কারণে এর বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা। ফলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে রাজশাহীতে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার স্থিতিশীল রাখার উদ্যোগগুলো মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা না গেলে সাধারণ মানুষ এই বাজেটের সুফল পাবে না। অন্যদিকে ব্যবসায়ী নেতাদের দাবি, প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক শাহ মো. মাইনুল হোসেন শান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা ইতিবাচক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন খরচ কমানো এবং বাজার স্থিতিশীল রাখার উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী উভয়ই উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, রাজশাহীর আম, কৃষিপণ্য, কোল্ড স্টোরেজ, পরিবহণ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উন্নয়নে কার্যকর বরাদ্দ এবং নীতি-সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করা এবং কর ব্যবস্থায় হয়রানি কমানো গেলে ব্যবসা সম্প্রসারণে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত বাজেটকে তিনি ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব হিসেবে মূল্যায়ন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

সবচেয়ে বড়ো বাজেট, তবু প্রাপ্তি নেই রংপুরের

জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনের পর রংপুরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে এবারের বাজেটেও সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগের প্রতিফলন নেই। তাদের মতে, দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো বাজেট হলেও শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নদী ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ অবকাঠামো ও কৃষিভিত্তিক শিল্প উন্নয়নে রংপুরের জন্য বিশেষ কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। এমনকি উন্নয়ন বরাদ্দের তালিকায় রংপুর সিটি করপোরেশনের নামও উল্লেখ করা হয়নি। স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রংপুর অঞ্চল এখনও মূলত কৃষিনির্ভর। আলু, ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও এসব পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিন ধরে কৃষিভিত্তিক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হলেও, এবারের বাজেটে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) রংপুর জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ ফখরুল আনাম বেঞ্জু জাগো নিউজকে বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে কৃষি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব থাকলেও, রংপুরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। বিশেষ করে রংপুরের বিখ্যাত 'হাড়িভাঙ্গা' আমের জন্য আধুনিক হিমাগার তৈরির দাবিটি এবারও পূরণ হয়নি। এছাড়া তিস্তা ভাঙন, কর্মসংস্থানের সংকট এবং শিল্পহীনতার ভার বয়ে চলা রংপুরবাসী এবারের বাজেটেও কোনো স্বস্তির বার্তা পায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

ক্রিকেটার নাঈমকে মারধর করে থানায় নেওয়ার ঘটনায় পুলিশের সোর্স গ্রেফতার

জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পিনার নাঈম হাসানকে আটক, মারধর ও হেনস্তার অভিযোগে পুলিশের এক উপ-পরিদর্শক (এসআই), এক কনস্টেবল ও পুলিশের এক সোর্সের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার পর এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এ ঘটনায় বরখাস্ত হয়েছেন দুই পুলিশ সদস্যসহ তিনজন। শুক্রবার (১২ জুন) রাতে চট্টগ্রাম নগরের খুলশী থানায় মামলা করেন নাঈম হাসানের ভাই সাব্বির হাসান। মামলার আসামিরা হলেন- এসআই শফিকুল, কনস্টেবল রাসেল ও সোর্স সোহেল। খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, অভিযানের বিষয়ে এসআই শফিকুল তাকে আগে থেকে কিছু জানাননি। থানায় আনার পর তিনি জানতে পারেন, যাকে আনা হয়েছে, তিনি জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসান। ওসি আরিফুর রহমান বলেন, বিষয়টি জানার পর নাঈমের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং সম্মানের সঙ্গে তাকে থানা ত্যাগের অনুরোধ জানানো হয়। তবে নাঈমের পক্ষ থেকে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে। পরে নাঈমের ভাই সাব্বির হাসান বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলার পর আসামি সোহেলকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে, আজ শনিবার (১৩ জুন) সকালে এসআই শফিকুল, কনস্টেবল রাসেল এবং আরেক কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান ওসি আরিফুর রহমান।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইসলামী ব্যাংক লুটেরাদের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল চায় গ্রাহক ফোরাম

ব্যাংক লুটেরাদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে এনে ব্যাংকের দায় পরিশোধের দাবি জানিয়েছে ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম। একইসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির বর্তমান চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে ব্যাংকিং খাতে দক্ষ, সৎ ও পেশাদার ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। শনিবার (১৩ জুন) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি তুলে ধরেন ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক নূরনবী মানিক। সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, সম্প্রতি জাতীয় সংসদে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এসব বক্তব্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপের কারণে গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং অনেকে আমানত তুলে নিচ্ছেন। নূরনবী মানিক বলেন, ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি প্রায় তিন কোটি গ্রাহকের আস্থা ও দেশের ব্যাংকিং খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের সঙ্গে ব্যাংকটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

২০ বছরে মাদক ব্যবসা করে এক হাজার ব্যক্তি কোটিপতি : ভূমিমন্ত্রী

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে গত ২০ বছরে মাদক ব্যবসা করে প্রায় এক হাজার ব্যক্তি কোটিপতি হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। অবিলম্বে এসব মাদক কারবারিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শনিবার (১৩ জুন) দুপুরে রাজশাহীর নানকিং দরবার হলে অনুষ্ঠিত 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন : সুরক্ষা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। ভূমিমন্ত্রী বলেন, "উন্নয়ন ও অর্জনের ক্ষেত্রে রাজশাহী সব সময়ই এগিয়ে ছিল। কিন্তু গত ২০ বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে।" নিজ কার্যালয় আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি ড. মোহাম্মদ শাহজাহান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন, মো. ফজলে হুদা, ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ এবং মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

দিনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্য স্পষ্ট না হলে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হবে

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্যের বিষয়ে সরকারের সুরাহা চেয়েছেন জামায়াতের আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার (১৩ জুন) দুপুরের জামায়াত আমির নিজের ফেসবুক পোস্টে এ মন্তব্য করেন। ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, "গতকাল বাংলাদেশে নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী পৌঁছানোর পর তার একটি বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।" তিনি "ভারত-বাংলাদেশের এক হয়ে যাওয়া" বলতে কী বুঝিয়েছেন, আমাদের সরকারের উচিত হবে, তার কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া।" ফেসবুক পোস্টে জামায়াত আমির আরও বলেন, "ভারত যেমন একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশও তেমনি একটি স্বাধীন দেশ। তার এ বক্তব্য স্পষ্ট না হলে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের সরকারের কাছে বিষয়টির সুরাহা চাই। যদি তিনি আক্ষরিক অর্থে এ ধরনের কিছু বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তা নিন্দনীয়। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।"(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

মে মাসে সড়কে ঝরেছে ৬২২ প্রাণ, মোটরসাইকেলে মৃত্যু ২৩১

মে মাসে সারাদেশে মোট ৬১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬২২ জন নিহত ও ১৬৫২ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া রেলপথে ৪২টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত ও ২৯ জন আহত এবং নৌ-পথে ২১টি দুর্ঘটনায় ১৫ জন নিহত, ১৫ জন আহত ও ৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। শনিবার (১৩ জুন) সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মোট সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে ২২১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২৩১ জন নিহত ও ২১৯ জন আহত হয়েছেন। এটি মোট দুর্ঘটনার ৩৬ দশমিক ০৫ শতাংশ। বিভাগীয় পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে (১৮০টি) এবং সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে (২৭টি)।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত করার ঘোষণা

সরকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জ্বালানি সংকটের মধ্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। শনিবার (১৩ জুন) রাজধানীর একটি হোটেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত বাণিজ্য, প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কূটনীতি বিষয়ক এক উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। এসময় তিনি আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে সরকারের রোডম্যাপ তুলে ধরেন। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতা ও নীতি-নির্ধারকরা অংশগ্রহণ করেন। ড. খলিলুর রহমান বলেন, সাম্প্রতিক

সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বৈশ্বিক মন্দা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, জলবায়ু ঝুঁকি, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাধা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি চলমান জ্বালানি সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে বলেও তিনি সতর্ক করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

শাহবাগ থানার ধর্ষণ মামলার আসামি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার

ঢাকার শাহবাগ থানায় করা এক ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত আসামিকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। শনিবার (১৩ জুন) র‌্যাব-৭ চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে, শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার এলাকার বালি আর্কিড শপিংমল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তুর্য দে (২৫) নামের ওই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার তুর্য দে-এর বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়। র‌্যাব জানায়, তুর্য দে-এর বিরুদ্ধে ঢাকার শাহবাগ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। মামলায় এক নারী অভিযোগ করেছেন, গত ২৬ মে ঢাকার একটি হোটেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে বিয়ের কথা বললে আসামি তা অস্বীকার করেন এবং ভয়ভীতি দেখান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রামের রাউজানে যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৩ জুন) দুপুরে উপজেলার পাহাড়তলী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুদ চৌধুরী উপজেলার বেতাগী ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি রাঙ্গুনিয়া যুবদলের সহ-সভাপতি ছিলেন বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে চুয়েট সংলগ্ন পাহাড়তলী বাজার এলাকায় অবস্থান করছিলেন মাসুদ চৌধুরী। এসময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। রাঙ্গুনিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাসুদ চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, হত্যাকাণ্ডের পেছনে পূর্ববিরোধ বা স্থানীয় কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। তবে ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত আটক করা হয়নি। হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

যুবদলকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান ফখরুলের

যুবদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের তরুণ সমাজকে সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী যুব সংগঠনে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (১৩ জুন) সকালে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল বলেন, যুবদলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করতেই যুবদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে সমাধিস্থলে এসেছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাজেটে বিচারব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরে জোর

বিচারব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর, দ্রুত ও জনবান্ধব করতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। গত বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আইন ও বিচার বিভাগের জন্য মোট ২ হাজার ১৮৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে পরিচালন ব্যয়ের জন্য এক হাজার ৯৯৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য ১৮৮ কোটি ৭২ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে আবর্তক ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ৯৪১ কোটি ১৩ লাখ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ১৮৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। এছাড়া আর্থিক সম্পদ খাতে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বার কাউন্সিলের এমসিকিউতে পাশ করলেন জাইমা রহমান, ৯২০১ জন উত্তীর্ণ

নিম্ন (অধস্তন) আদালতে আইনজীবী তালিকাভুক্তির সনদের জন্য প্রথম ধাপ এমসিকিউ (নৈর্ব্যক্তিক) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল। প্রথম ধাপে (এমসিকিউতে) মোট ৯ হাজার ২০১ জন পরিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে এবার পরীক্ষায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমানও অংশ নিয়ে এমসিকিউতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (১২ জুন) দিনগত মধ্যরাতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

আদ-দ্বীন হাসপাতাল কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঘুরেছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেছেন, সরকারি সুবিধা পেতে এখন আর কাউকে ঘুস দিতে হয় না। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, সবাইকে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। আদ-দ্বীন হাসপাতাল কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঘুরেছে, কিন্তু লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছি। অন্যদিকে জামায়াতের নেতারা আজ আদ-দ্বীনের পক্ষে কথা বলেন। শনিবার (১৩ জুন) দুপুরে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে তার নিজ তহবিল থেকে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, পাইলটিং স্কিমের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ঘরে স্বাস্থ্যকর্মী পাঠিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। আমাদের কর্মীরা সরাসরি প্রতিটি ঘরে যাবেন। তারা প্রাথমিক সেবা দেওয়ার পর যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবেই রোগীকে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে হবে। এভাবে দেশব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। তিনি আরও বলেন, চায়নার সহযোগিতায় আমরা ৩ হাজার বেডের দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল করতে যাচ্ছি। যেখানে শিশু ও নারীদের চিকিৎসা সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। এসময় পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই শতাধিক দরিদ্র ও অসহায়ের মাঝে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজীব মিয়া, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুর রহমান সরকার দোলন প্রমুখ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রস্তাবিত বাজেট মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম নয় : নাহিদ

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেট দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না। শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি ময়দানে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে আয়োজিত এক মহাসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকার দুর্নীতি ও অপচয়ের পথ বন্ধ করতে পারেনি। তার দাবি, জনগণের উন্নয়নের জন্য কতটা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। বাজেটের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আমরা চেয়েছিলাম বাজেটের প্রশংসা করতে। কিন্তু এই বাজেট বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। এনসিপির এই নেতা বলেন, জনগণকে যে-সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো বাস্তবায়ন কঠিন হবে। বাজেট বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিদ্যুৎ খাতের প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, বিদ্যুতের দাম বেড়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে এখনো বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের পরিবর্তনের জন্য গণরায়ের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা এবং পুলিশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার প্রয়োজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

পতাকা বৈঠকেও মেলেনি ফল, সীমান্তে ঝুলছে 'পুশ-ইনের' শিকার ১২ জনের ভাগ্য

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর সীমান্ত দিয়ে নারী-শিশুসহ ১২ জনকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ঠেলে দেওয়ার ('পুশ-ইন') চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বিজিবির আহ্বানে অবশেষে পতাকা বৈঠকে বসেছে বিএসএফ। শনিবার (১৩ জুন) সকাল সাড়ে ৯টায় প্রাগপুরের বিলগাতুয়া সীমান্তের ১৫০/৩-এস সাব-পিলার সংলগ্ন শূন্যরেখায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবি অবৈধ 'পুশ-ইনের' ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে কাঁটাতারের ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থানরত নারী-শিশুসহ ১২ জনকে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানায়। জবাবে বিএসএফ জানায়, সীমান্তে অবস্থানরত ওই ১২ জনের পরিচয় ও তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সীমান্ত এলাকায়ই অবস্থান করতে হবে বলে জানানো হয়। এদিকে, শুক্রবার দিনগত রাতে দৌলতপুর সীমান্তের আরও দুটি পয়েন্ট দিয়ে নতুন করে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা চালায় বিএসএফ। প্রাগপুরের বিলগাতুয়া সীমান্ত দিয়ে চারজন এবং মহিষকুন্ডি ইউনিয়নের জয়পুর সীমান্ত দিয়ে আটজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। তবে বিজিবির টহল ও উপস্থিতি টের পেয়ে কাউকেই বাংলাদেশে প্রবেশ করাতে পারেনি বিএসএফ। পরে তাদের ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। শনিবারের পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে কুষ্টিয়া-৪৭ বিজিবির সহকারী পরিচালক নুরুল হুদা এবং প্রাগপুর কোম্পানি কমান্ডার আসাদুজ্জামান অংশ নেন। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রানীনগর বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার সুনীল কুমার যাদব। বৈঠকে 'পুশ-ইনের' ঘটনা ছাড়াও সীমান্ত পরিস্থিতি ও সার্বিক শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা হয়। বিজিবি সূত্র জানায়, শুক্রবার ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩-এস সীমান্ত পিলারসংলগ্ন এলাকায় বিএসএফ ১২ জনকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করে। তবে বিজিবি ও স্থানীয় সীমান্তবাসীর সতর্ক অবস্থানের কারণে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনার পরপরই বিজিবি

বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানায়। শুক্রবার বিকেলে বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হলেও বিএসএফ উপস্থিত হয়নি। পরে শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'পুশ-ইনের' চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে ওই ১২ জন ভারতীয় ভূখণ্ডেই অবস্থান করছেন। শুক্রবার রাতে তারা খোলা আকাশের নিচে কাটিয়েছেন। শনিবার সকালেও তাদের সীমান্তবর্তী একটি পাটক্ষেতে অবস্থান করতে দেখা যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে হবে : কর্নেল অলি

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম বলেছেন, দেশের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছেন, তাদের প্রতিহত করতে হবে। শনিবার (১৩ জুন) চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি ময়দানে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে আয়োজিত এক মহাসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। সমাবেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করে কর্নেল অলি আহমদ বলেন, আপনি চারদিকে বিভিন্ন লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। আগে তাদের সম্পর্কে অবগত হন, আগে ঘর সামলান, তারপর বাইরের কথা চিন্তা করুন। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে এলডিপি চেয়ারম্যান বলেন, দেশের মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না। নারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। নির্বাচন ও সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধু নির্বাচন যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংস্কারও জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। কর্নেল অলি আহমদ অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বঙ্গবন্ধুর বাকশাল টেকেনি, কার্ড বন্ধুর টাকশালও টিকবে না : রাশেদ প্রধান

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র ও সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান বলেছেন, বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমছে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। তিনি বলেন, আগের আওয়ামী লীগের ছিল বঙ্গবন্ধু, আর বিএনপির হয়েছে 'কার্ড বন্ধু'। তারা কথায় কথায় শুধু নতুন নতুন কার্ডের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর বাকশাল টিকেনি, কার্ড বন্ধুর টাকশালও টিকবে না। শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের লালদিঘি ময়দানে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে আয়োজিত এক মহাসমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলে মনে হয় তিনি বাংলাদেশের নয়, ভারতের কোনো মুখ্যমন্ত্রী। রাশেদ প্রধান বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সরকার এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অজনপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুব বেশি নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন থেকে পরীক্ষার ফি নেওয়া হবে : সচিব

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন থেকে পরীক্ষার ফি নেওয়া হবে। পরিচালনার ব্যয় মেটাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রেণিভেদে নির্ধারিত হারে ফি নেওয়ার এমন নির্দেশনার কথা জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রধান শিক্ষককে স্লিপ বরাদ্দ দেওয়া হয়। তা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা আয়োজন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক সময় শিক্ষকদের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হয়। তাই শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় না করে (শিক্ষার্থীদের থেকে) নির্ধারিত সীমার মধ্যে এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে। শনিবার (১৩ জুন) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় কার্যালয়ে এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গার্ল গাইডস হলদে পাখি সম্প্রসারণে পাখি ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ সম্মেলন হয়। সচিব জানান, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০ টাকা, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ৪০ টাকা ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৫০ টাকা করে পরীক্ষা ফি নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো অন্যায় কাজ নয়, কারণ শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে পরীক্ষা নেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন জরুরি : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন জরুরি উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র বা 'রিলস' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। নারীর প্রতি সম্মান, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখার বিষয়গুলো এই উদ্যোগে বিশেষ প্রাধান্য পাবে। শনিবার (১৩ জুন) জাতীয় প্রেসক্লাবে 'ইনসাইট ফর চেঞ্জ ফাউন্ডেশন' (আইসিএফ)-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেবল মানব আচরণই নয়, বরং পশুপাখির প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতেও তথ্য মন্ত্রণালয় কাজ করবে। এছাড়া সড়ক ব্যবহারের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাস্তাঘাট নোংরা না করার মতো মৌলিক নাগরিক দায়িত্বগুলো প্রাথমিক স্তর থেকেই মানুষকে শেখানো দরকার। তিনি রাস্তায় যত্রতত্র থুথু এবং ময়লা-আবর্জনা না ফেলার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে আমাদের

দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে-কোনো বয়স্ক মানুষকে অপমান করাকে অনেকে 'স্মার্টনেস' মনে করে, যা সম্পূর্ণ ভুল এবং অন্যায়। মানুষের আচরণগত ও অভ্যাসগত নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে সমাজে অল্প বয়সেই নানা জটিল রোগ বাড়ছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে বিশেষ ফোকাস দিচ্ছে। সুস্থ থাকার জন্য তিনি সবাইকে নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করার আহ্বান জানান। ইনসাইট ফর চেঞ্জ ফাউন্ডেশনের (আইসিএফ) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নওফেল জমিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নওশাদ জমির এবং জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগম। অনুষ্ঠানে নাগরিক আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর দুটি তথ্যবহুল ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইতিহাস ঠিকভাবে কথা বললে বিকৃতকারীরা হেলিকপ্টারে পালাতে বাধ্য হয়

ইতিহাস যেখানে সঠিকভাবে কথা বলে, সেখানে বিকৃতকারীরা হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তার গতিপ্রবাহ নির্ধারিত হয় দেশের জনগণের বয়ানে, কোনো পরগাছা, ধার করা বা কৃত্রিম বয়ানে নয়। তিনি বলেন, জনগণের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, ইতিহাস ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে। জনগণের তৈরি করা বয়ানই সব কৃত্রিম বয়ানকে ভেঙে দেবে এবং গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করবে। শনিবার (১৩ জুন) রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে 'আমরা বাংলাদেশি' আয়োজিত 'দেশ পুনর্গঠনে স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে ফ্যাসিবাদী শক্তি নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই বাংলাদেশের রাজনীতিকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত ও মেরুকরণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনগণের শক্তি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সত্য ইতিহাসের প্রবাহ সেই কৃত্রিম বয়ানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতিহাসের বাস্তবতা যখন স্পষ্টভাবে সামনে আসে, তখন ইতিহাস বিকৃতকারীরা টিকে থাকতে পারে না। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, বাংলাদেশের মানুষ নিজস্ব ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা গড়ে তুলেছে। এ দেশের মানুষকে তাদের পরিচয়ের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য সীমান্তের ওপারে গিয়ে কারও কাছ থেকে সনদ নিতে হয় না। বাংলাদেশের স্বকীয়তা এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এ দেশের ইতিহাস ও বাস্তবতার মধ্যেই প্রোথিত। তিনি বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয়কে রাজনৈতিক দর্শনে রূপ দিয়েছিলেন। ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই জাতীয়তাবাদ আজও বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম ভিত্তি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থই হতে হবে সব নীতি-নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দু। আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্ক এবং বৈশ্বিক পরিসরে জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যদিয়েই বাংলাদেশ তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে পারে। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার ২২০ কোটিরও বেশি মানুষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সার্ককে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ প্রয়োজন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

পরিবহণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় ডিএমপির 'পাক্ষিক হেলথ ক্যাম্প'

রাজধানীর সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিবহণ শ্রমিকদের শারীরিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উদ্যোগে 'পাক্ষিক হেলথ ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়েছে। হেলথ ক্যাম্পের ধারাবাহিকতায় শনিবার (১৩ জুন) ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আনিছুর রহমানের দিক-নির্দেশনা ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাজধানীর সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে এয়ারপোর্ট গোলচত্বর, মহাখালী বাস টার্মিনাল, গাবতলী বাস স্ট্যান্ড, কাকরাইল, মতিঝিল বয়েজ স্কুল মাঠ, ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এবং বলধা গার্ডেন সংলগ্ন এলাকায় 'পাক্ষিক হেলথ ক্যাম্প' স্থাপন করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে পরিবহণ শ্রমিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাণিজ্য-বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও ভূমিকা রাখে

বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় পরিচিতির কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনৈতিক হিসাবের ওপর নির্ভর করে না। একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়, মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শনিবার (১৩ জুন) ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্স-২০২৬'-এর একটি প্ল্যানারি সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সংগীত, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ঐতিহ্য ও সৃজনশীল শিল্প আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠন এবং দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম বলেন, বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল শিল্প এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক

বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম প্রধান খাত। বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক সম্পদকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রযুক্তিতে দক্ষ তরুণরাই গড়বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ : আইসিটি মন্ত্রী

প্রযুক্তিতে দক্ষ তরুণরাই আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে বলে মন্তব্য করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), প্রোগ্রামিং এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিকল্প নেই। জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম। শনিবার (১৩ জুন) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে প্রোগ্রামিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতার মাধ্যমে যে সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছে, তা বাংলাদেশের প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ফকির মাহবুব আনাম আরও বলেন, বিশ্ব এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে প্রবেশ করেছে এবং মেধাবীদের জন্য বিশ্বব্যাপী সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত। প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। ভবিষ্যতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সফল হতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

তেজগাঁও এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৬১

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ জুন) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এন এম নাসিরুদ্দিন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার (১১ জুন) তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে তেজগাঁও থানা থেকে ৫ জন, শের-ই-বাংলা নগর থানা থেকে ৫ জন, মোহাম্মদপুর থানা থেকে ৩৩ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা থেকে ৫ জন, আদাবর থানা থেকে ৯ জন এবং হাতিরঝিল থানা থেকে ৪ জন রয়েছেন। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

শাপলা চত্বরের শহিদদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা চান মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের মতো ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরের শহিদদেরও রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। শনিবার (১৩ জুন) চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি ময়দানে ১১ দলীয় ঐক্যের আয়োজিত এক মহাসমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। মামুনুল হক বলেন, সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে তাদের অনেক সমালোচনা রয়েছে। তবে সেসব সমালোচনা যৌক্তিকভাবে রাজপথ ও সংসদে তুলে ধরা হবে। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে জুলাইয়ের শহিদ পরিবারের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে, যা তারা স্বাগত জানান। একইসঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের মতো ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরের শহিদদেরও রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নে আন্দোলন জোরদারের ঘোষণা ১১ দলীয় জোটের

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন জোরদারের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য জোট। জোটের নেতারা বলেছেন, জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। শনিবার (১৩ জুন) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি ময়দানে জোটের উদ্যোগে আয়োজিত বিভাগীয় সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, যে সরকার জনগণের রায় মানে না, সে সরকার জনগণের সরকার হতে পারে না। জনমত অগ্রাহ্য করা গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থি। সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত জনগণই তার জবাব দেবে। জামায়াত আমির অভিযোগ করেন, দেশের বিভিন্ন খাতে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের মূল্যায়নের পরিবর্তে দলীয়করণ করা হচ্ছে। সংসদে দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতি ও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

পাতলী খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

কক্সবাজারের চকরিয়ায় বহুল প্রতীক্ষিত পাতলী খাল পুনঃখনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার বেলা ১১টায় চকরিয়ার পিএমখালীতে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এই উন্নয়ন প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন। এর আগে, আজ সকাল ১০টায় একদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বিশেষ বিমানযোগে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। এই সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন সহধর্মিণী ডা. জোবায়দা রহমান। বিমানবন্দরে তাদের ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ। কক্সবাজার পৌঁছানোর পর প্রধানমন্ত্রী সড়কপথে সরাসরি চকরিয়ার পিএমখালীতে যান এবং পাতলী খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই খালটি পুনঃখননের ফলে অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি ও মৎস্য চাষে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এরপর চকরিয়ার মালুমঘাট সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিবেশ রক্ষায় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ 'দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ' কর্মসূচিরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। সফরসূচি অনুযায়ী, কক্সবাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও মতবিনিময় শেষে আজ রাতের ফ্লাইটেই সস্ত্রীক ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটি করে গাছ লাগান : প্রধানমন্ত্রী

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অন্তত একটি করে গাছের চারা রোপণের অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার বিকেলে, কক্সবাজারের ডুলাহাজারার মালুমঘাট সংরক্ষিত বনে দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে তিনি জনসাধারণের প্রতি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি দেশের সবার কাছে আহ্বান জানাব, আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, আপনার সন্তান যেন একটি সুন্দর পরিবেশে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে, এই বিষয়টি মাথায় রেখে আজকে থেকে প্রত্যেকে দয়া করে যার যেখানে সম্ভব, সেখানে একটি করে গাছের চারা রোপণ করবেন।" দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, "আমরা যদি এই বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সফল করতে পারি, তাহলে এতটুকু ধারণা করতে পারি, আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঠিকভাবে বুক ভরে পরিষ্কার শ্বাস নিতে পারবে। আসুন, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার নিশ্চয়তা দিই; যেখানে আমাদের প্রজন্ম নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।" এ সময় প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, "নির্বাচনের আগে দেশের মানুষের কাছে আমরা যে-সব ওয়াদা করেছিলাম, তার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, আল্লাহর রহমতে সরকার গঠন করতে পারলে আমরা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, বছরে অন্তত পাঁচ কোটি গাছ লাগানো। সেই অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে আমরা ২৫ কোটি গাছের চারা রোপণ করব।" সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, "আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি। তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের বাতাসকে আমরা অনেক মুক্ত, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বাতাসে রূপান্তর করতে পারব।" অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকা সারা দেশের জেলা প্রশাসকদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা দেন সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, "আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ করে এখানে বিভিন্ন জেলার প্রশাসকরা সংযুক্ত আছেন। আপনাদের সবার কাছে আমার নির্দেশনা থাকবে, নিজ নিজ জেলাকে সুন্দর-সবুজ অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।" বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে এই বৃক্ষরোপণ অভিযান ঘোষণা করছি। আমাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা, আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বুক ভরে মুক্ত শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, সে রকম একটি পরিবেশ আমরা গড়ে তুলতে পারব ইনশাল্লাহ।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

চীন সফরে 'নতুন দ্বার উন্মোচন' হবে : তথ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য চীন সফর ঘিরে নতুন আশার বার্তা দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। চলতি মাসেই হতে যাওয়া এ সফরের মধ্যদিয়ে ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। চীনের ছোংছিংয়ে পঞ্চম সিএমজি ফোরামে যোগ দিয়ে চায়না মিডিয়া গ্রুপ-সিএমজিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই সফর দুইদেশের সম্পর্কে 'নতুন দ্বার উন্মোচন' করবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর হতে যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়। আগামী ২১ ও ২২ জুনের সফর শেষে ২৩ জুন চীন সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই সফরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে দুইদেশের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য চীন সফর, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং গণমাধ্যম সহযোগিতাসহ নানা বিষয় নিয়ে চায়না মিডিয়া গ্রুপ-সিএমজির বাংলা বিভাগের সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন, বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন "মরহুম রাষ্ট্রপতি শহিদ জিয়াউর রহমানের হাত ধরে ১৯৭৬ সালে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একাধিকবার চীন সফর করেছেন। তাদের সময় দুইদেশের সম্পর্ক যেভাবে এগিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য চীন সফরের মধ্যদিয়ে সেই সম্পর্ক আরও নতুন মাত্রা পাবে। আমরা আশা করি, এ সফরের মাধ্যমে দুইদেশের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।" ছোংছিংয়ে আয়োজিত পঞ্চম সিএমজি ফোরামে অংশ নিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। চায়না মিডিয়া গ্রুপ-সিএমজি এবং চংছিং

সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবারের ফোরামের প্রতিপাদ্য- 'অটুট আস্থা ও পুনর্নির্মাণ : বুদ্ধিমান যুগে গণমাধ্যমের মিশন' । ফোরামকে সময়োপযোগী ও শিক্ষণীয় উল্লেখ করে গণমাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানান তিনি। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ও এআই খাতে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার আগ্রহের কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। 'তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চীন অত্যন্ত অগ্রসর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চীনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে চাই। তথ্যপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে চীন সরকার বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি গ্লোবাল ফোরাম গড়ে তুলতে পারে।' তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আশীর্বাদ হলেও, ভবিষ্যতে এটি যেন ঝুঁকির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য আরও গবেষণা ও নীতিগত প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে মনে করেন মন্ত্রী। দুইদেশের গণমাধ্যম সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন-এর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ। এ ফোরামে সারা বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, গণমাধ্যম, থিংক ট্যাংক এবং বহুজাতিক করপোরেশনসহ বিভিন্ন খাতের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি অংশ নেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

অলিগার্কদের ধ্বংস করা সরকারের লক্ষ্য : মির্জা ফখরুল

অর্থনীতির সাম্য-ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং অলিগার্কদের ধ্বংস করাই সরকারের লক্ষ্য' বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা জানান তিনি। যুবদলের নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যান তিনি। এসময় আশা প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "তারেক রহমানের ভিশন বাস্তবায়নে যুবদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।" তরুণদের হাতে দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমেই সরকার দেশকে এগিয়ে নিতে চায় বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে দক্ষ জনগোষ্ঠী গঠনে বদ্ধ পরিকর বর্তমান সরকার," বলেন বিএনপি মহাসচিব। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

রপ্তানি ধরে রাখতে আরও কঠোর প্রতিযোগিতায় নামতে হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা, জলবায়ু ঝুঁকি এবং বিশ্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের মধ্যেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে এবং সম্প্রসারিত করতে আরও কঠোর প্রতিযোগিতায় নামতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। শনিবার রাজধানীতে 'রোডম্যাপ টু ট্রেড, গ্রোথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি কনফারেন্স' -এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের রপ্তানি অবস্থান ধরে রাখতে এবং সম্প্রসারণে আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো প্রতিযোগিতা করতে হবে।' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের কথা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। একইসঙ্গে এসব চ্যালেঞ্জকে সুযোগে রূপান্তর করতে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে নতুন করে গুরুত্বারোপের আহ্বানও জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নতুন স্কিম চালুর ঘোষণা

দেশের প্রতিটি ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে পাইলটিং চালু হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। শনিবার দুপুরে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে নিজস্ব তহবিল থেকে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, পাইলটিং স্কিমের মাধ্যমে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। এ পরিকল্পনার আওতায় স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রাথমিক সেবা প্রদান করবেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন মনে হলে তবেই রোগীকে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এভাবে দেশব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। মন্ত্রী বলেন, বিগত সরকার দুর্নীতি করে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। আমরা একটি ব্যতিক্রমধর্মী সরকার পরিচালনা করছি। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করতে চাই। সরকারি সুবিধা পেতে এখন আর কাউকে ঘুষ দিতে হয় না। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, সবাইকে দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, আদ-দ্বীন হাসপাতাল কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঘুরেছে, কিন্তু লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছি। অন্যদিকে জামায়াতের নেতারা আজ আদ-দ্বীনের পক্ষে কথা বলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় আরও জানান, চীনের সহযোগিতায় দেশে ৩ হাজার শয্যাবিশিষ্ট দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব হাসপাতালে শিশু ও নারীদের চিকিৎসাসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

১ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করবেন পল্লী বিদ্যুৎকর্মীরা

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈষম্য নিরসনের দাবি চলমান থাকলেও গ্রাহকসেবা ও সরকারের জ্বালানি সাশ্রয় উদ্যোগে সহায়তা করতে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ কর্মসূচির আওতায় আগামী ১৪ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন তারা। শনিবার বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটির ১১ জুন অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রায় ৪৬ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এর মাধ্যমে জাতীয় সেবায় অতিরিক্ত প্রায় ৭ লাখ ৮২ হাজার কর্মঘণ্টা যুক্ত হবে বলে আশা করছে সংগঠনটি। সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ব্যবহার করা হবে গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, বকেয়া বিল আদায় জোরদার করা, মাঠপর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি এবং সরকারের জ্বালানি সাশ্রয় কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করার কাজে। একইসঙ্গে বাপবিএ নেতারা জানান, আরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে বিদ্যমান কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে ২০২৪ সালের শুরু থেকে তারা বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে আসছেন। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক কমিটি গঠন এবং সুপারিশ প্রণয়ন করা হলেও সেগুলোর বাস্তবায়ন এখনো হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আন্দোলনের কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাগুলো থেকে আদালত ইতোমধ্যে অব্যাহতি দিয়েছেন। এছাড়া ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ বিভাগ আন্দোলন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আরোপিত সব শাস্তি প্রত্যাহারের নির্দেশনা দেয় এবং ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চাকরিচ্যুত ৪৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুনর্বহালের নির্দেশ জারি করে। তবে এসব সিদ্ধান্ত এখনো কার্যকর হয়নি বলে দাবি সংগঠনটির। বাপবিএ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগের সুপারিশ ও নির্দেশনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে। সংগঠনটির মতে, চলমান সমস্যার দ্রুত ও ন্যায্য সমাধান হলে গ্রামীণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়বে এবং গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইরান-যুক্তরাষ্ট্র শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে

দীর্ঘ পাঁচ মাসের যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সংঘাত অবসানে একটি শান্তিচুক্তির কাঠামোতে সম্মত হয়েছে এবং চুক্তির চূড়ান্ত খসড়াও প্রস্তুত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। শনিবার এক বক্তব্যে তিনি বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার মূল বিষয়গুলো নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখন আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের প্রস্তুতি চলছে। শেহবাজ শরিফের মতে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। এরপর পরবর্তী সপ্তাহে কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, এই সমঝোতা সফল হলে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

বাজেট উপস্থাপনের পর জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি : প্রধানমন্ত্রী

বাজেট উপস্থাপনের পর প্রথমবারের মতো বাজারে কোনো জিনিসের দাম বাড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, "বাজেট ঘোষণার পর থেকে দেশের সচেতন মানুষ সাধুবাদ জানাচ্ছে। বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য তো বাড়েইনি, বরং কমেছে।" শনিবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর বাস টার্মিনালে চকরিয়া উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সকালে পত্রপত্রিকাগুলো দেখলাম, সব পত্রিকা কমবেশি একটি নিউজ করেছে যে, প্রতিবছর বাজেট উপস্থাপনের পরদিন বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে গত পরশু দিন বাজেট উপস্থাপনের পর এই প্রথমবারের মতো কোনো জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে চার বা ছয় লেনে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অবশ্যই, এই মহাসড়ককে বর্তমান সরকার চার বা ছয় লেনে রূপান্তরের কাজ শুরু করবে। পর্যটন নগরী, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরসহ ভৌগোলিকগত কারণে কক্সবাজারকে অতি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে এই মহাসড়ককে অনেক আগেই চার বা ছয় লেনে রূপান্তর করা উচিত ছিল।" তিনি বলেন, "আজ থেকে ২৫ বছর আগে আমি এই সড়ক দিয়ে কক্সবাজার এসেছিলাম। তখন সড়কটি যে অবস্থায় দেখেছিলাম, এবার এসেও তা দেখতে হয়েছে, যা খুবই দুঃখজনক। এবার অবশ্যই এই মহাসড়ককে অচিরেই চার বা ছয় লেনে রূপান্তর করার কাজ শুরু করা হবে।" প্রধানমন্ত্রী লবণ চাষিদের দুঃখগাঁথা নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমি অবগত হয়েছি, এখানকার লবণ চাষিরা তাদের উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাই আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের এলাকার সন্তান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে লবণ চাষিদের দীর্ঘদিনের দুঃখ মোচন করা হবে। যাতে এখানকার লবণশিল্প রক্ষা পায় এবং চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

মিরাজদের দুই কোটি বোনাসের ঘোষণা যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর বড়ো পুরস্কার পেল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। সিরিজ নিশ্চিত করায় ক্রিকেটারদের জন্য ২ কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। শনিবার প্রতিমন্ত্রীর প্রেস সচিব আশরাফুল আলম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। ১৬ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নেমে দারুণ শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৮৬ রানের বড়ো জয় পায় টাইগাররা। ২০০৫ সালে কার্ডিফে স্মরণীয় জয়ের পর এই প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর কৃতিত্ব দেখায় বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৫ উইকেটের জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। এর মধ্যদিয়ে দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও জয়ের খাতা খুলল টাইগাররা। সিরিজ জয়ের আনন্দের মধ্যেই ক্রিকেটারদের জন্য ২ কোটি টাকার বিশেষ বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে, যা দলের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

সরকারকে বেশি দিন সুযোগ দেওয়া হবে না : শফিকুর রহমান

সরকারকে বেশি দিন সময় দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বিএনপির উদ্দেশে তিনি বলেন, "সময় খুব সীমিত। সময় ফুরিয়ে আসছে। এই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন না হলে পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে হবে।" শনিবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি ময়দানে ১১ দলীয় ঐক্যের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জনদুর্ভোগ নিরসন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে শফিকুর রহমান বলেন, সরকারকে গণভোটের রায় মেনে নিতে হবে। তাঁর ভাষায়, সরকার যদি স্বেচ্ছায় জনদাবি মেনে না নেয়, তবে ১৯৯৬ সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সে সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল আনতে সরকার বাধ্য হয়েছিল, এবারও জনমতের চাপে একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তিনি সরকারকে সতর্ক করে বলেন, "ভালোয় ভালোয় মেনে নিন। জনগণকে রাজপথে ঠেলে দেবেন না।" নেতা-কর্মীদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন দমন করা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। "দেশ ও জনগণের প্রয়োজনে আমরা বারবার জেলে যেতে এবং জীবন দিতে প্রস্তুত। জেলের তালা বা চাবিওয়ালা কোনোটিই স্থায়ী নয়," বলেন জামায়াত আমির।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

তাবলীগ জামাতের বয়ান নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার এক পল্লীতে তাবলীগ জামাতের বয়ানকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশি নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার কলকলিয়া ইউনিয়নের তেলিকোনা গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত হয় গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময়। তেলিকোনা জামে মসজিদের ইমাম হাবিবুর রহমান হাবিব জুমার নামাজের পূর্বে বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের মাওলানা মোহাম্মদ জোবায়ের আহমদপন্থি পক্ষে একটি বয়ান পেশ করেন। ওই সময় মসজিদের ভেতরেই তেলিকোনা গ্রামের মজর উল্লাহর ছেলে সিরাজ আলী উক্ত বয়ানের তীব্র আপত্তি জানান এবং বয়ানের পক্ষে যুক্তি দাবি করেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ওই দিনই মসজিদের ভেতর একই গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে ইয়াহিয়াপক্ষ এবং শুকুর উল্লাহর ছেলে আব্দুল্লাহ ইয়ামিন সুনুপক্ষের মধ্যে তীব্র বাগ্বিতণ্ডা হয়। শুক্রবারের সেই ক্ষোভ ও বিরোধের জের ধরে আজ শনিবার দুপুরে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একপর্যায়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রণক্ষেত্রে লিপ্ত হয়। দফায় দফায় চলা এই সংঘর্ষে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং উভয় পক্ষের প্রায় অর্ধশতাধিক লোক আহত হন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে জগন্নাথপুর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুল ইসলাম জানান, আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে ২০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত রয়েছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশি নজরদারি রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষ মামলা করেনি; তবে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একসঙ্গে প্রাণ গেল দুই ভাইয়ের

নোয়াখালীর সেনবাগে দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় আপন দুই ভাই নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কানকিরহাট-ছাতারপাইয়া-সোনাইমুড়ী সড়কের সেনবাগ উপজেলার কেশারপাড় এলাকার মুন্সি দোকান নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন মোটরসাইকেল

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের ছাতারপাইয়া বাজারে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতরা হলেন- আসিফ ও আরিফ। তারা আপন দুই ভাই। তারা দু-জন সেনবাগ উপজেলার ডমুরুয়া গ্রামের মুসলিম স্বর্ণকার বাড়ির মো. আলমের ছেলে। মো. আলম পেশায় সিএনজি অটোরিকশাচালক। আহত ব্যক্তি হলেন একই এলাকার শাওন। তাকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সেনবাগ থানার আবদুর রহিম সরকার শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ইত্তেফাক ডিজিটালকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠানো হয়েছে। তারা থানায় ফিরলে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৩.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

CANADIAN PRIME MINISTER MARK CARNEY BEGINS TWO-DAY VISIT TO IRELAND

Canadian Prime Minister Mark Carney has begun an official two-day visit to the Republic of Ireland. He and his wife Diana Fox Carney arrived at Dublin Airport at about 10:00 local time and met the Irish Prime Minister Micheal Martin. It is the first bilateral visit to the country by a Canadian prime minister since Justin Trudeau's in 2017. Irish police said the impact on traffic will be "localized and minimal," but there will be temporary rolling road closures to facilitate events and security escorts over the course of Saturday. The two leaders will agree a framework for a strategic and economic partnership. He is also expected to visit Trinity College and give a speech. Martin said it would be an "excellent occasion to celebrate and strengthen the bilateral relationship between Ireland and Canada".

(BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

ISRAEL CARRIES OUT AIR STRIKES ON LEBANON, STATE MEDIA SAYS, AS IRAN CLAIMS DEAL WITH US NEAR

Israel has carried out air strikes in the south of Lebanon after ordering people to leave about 20 locations, Lebanese state media has said. At least one person has been killed following a strike on the town of Marrskeh, in Lebanon's Tyre district, according to the Lebanese National News Agency. Israel's prime minister had previously warned his country would strike Hezbollah if it continues attacks against northern Israel. The strikes come as Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, whose country is mediating talks between the US and Iran, wrote on X "we are close to a peace deal that ever before". Finalization is "likely expected in the next 24 hours", he added. Iran's foreign minister said earlier that a deal to end fighting with the US is close. (BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

SWITZERLAND TO VOTE ON PLAN TO CAP POPULATION AT 10 MILLION

Can a country put a fixed limit on its population? That is the question Switzerland will be answering on Sunday when voters go the polls to decide on a proposal to cap their population at 10 million, a move that has exposed divisions about immigration in the Alpine nation. The move is backed by the right-wing Swiss People's Party, which describes it as a "sustainability initiative" aimed at easing pressure on housing, public services and the environment. Switzerland's population has grown rapidly since 2002, when it stood at 7.3 million. Now it is 9.1 million, 27% of whom are Swiss residents who were born abroad. Switzerland's system of direct democracy means all major decisions are taken via the ballot box. Campaigners simply have to gather 1,00,000 signatures to ensure a nationwide vote. (BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

US KILLS LEADER OF VENEZUELA'S TREN DE ARAGUA GANG IN AIRSTRIKE: TRUMP

The US military has killed the leader of the Venezuelan gang Tren de Aragua in an airstrike, President Donald Trump has announced. "At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Nino Guerrero," Trump wrote on social media. Nino Guerrero, whose full name is Hector Rusthenford Guerrero Flores, was the longtime leader of Tren de Aragua. The gang is one of the most notorious criminal groups in Latin America and has been a target of the Trump administration. The president has accused the group of engaging in "irregular warfare" against the US and declared it a foreign terrorist organization.

(BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

IRAN ANNOUNCES FUNERAL, BURIAL DATES FOR LATE SUPREME LEADER KHAMENEI

The funeral of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei will begin in Tehran on July 4, and he will be buried in his home town of Mashhad on July 9, according to state media. The burial, initially scheduled for March but postponed due to the war, will follow three days of funeral ceremonies in Tehran from July 4 and another in the holy city of Qom on July 7. The start date of the national funeral will coincide with the United States Independence Day. Khamenei, 86, was killed in a joint US-Israeli air strike on his compound in February. Khamenei led Iran from 1989, following the death of Ayatollah Ruhollah Khomenei, who had spearheaded the Islamic revolution a decade earlier.
(BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

FIVE INDIAN AIR FORCE STAFF KILLED AS TRANSPORT PLANE CRASHES IN ASSAM

Five Indian air force personnel have been killed after the aircraft they were travelling in crashed in the northeastern Indian state of Assam, according to officials. The Antonov An-32 transport plane "met with an accident" during a "routine sortie" in Assam's Jorhat region, the Indian Air Force said in a statement on Saturday. "Crash site management and initial enquires are on at this time," the Air Force wrote, adding that an investigation to determine the cause of the accident was under way. India's air force operates a fleet of about 105 An-32 aircraft to transport people and cargo. (BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

VIOLENCE ERUPTS AT ANTI-GOVERNMENT PROTEST IN DR CONGO

The leader of the Democratic Republic of Congo's opposition party, Martin Fayulu, was wounded during clashes between police and protesters. Hundreds demonstrated in the capital against constitutional changes that could allow President Tshisekedi to seek a third term. (BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

ONE DEAD AND AT LEAST 10 OTHERS WOUNDED IN TEXAS SHOOTING

At least one person is dead and nine were in hospital following a shooting in Texas, officials said on Friday. Police were initially in a "standoff" with the gunman but said the suspect was deceased as of early afternoon on Friday local time in Midland, a town in west Texas some 330 miles west of Dallas. There are 11 known victims, including the deceased, local officials said during a press conference. Midland Memorial Hospital said it received nine victims, and four are currently undergoing surgery. Another person was taken to Odessa Medical Center Hospital, NBC News reported. "My heart breaks for the victims and their families," Midland Mayor Lori Blong said. (BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

EU AGREES LAUNCH OF ACCESSION PROCESS FOR UKRAINE AND MOLDOVA

The European Union has announced that the accession process for Ukraine and Moldova will launch next week. At a meeting in Brussels on Friday, ambassadors from the 27 EU nations agreed to officially recommence negotiations with the two countries in Luxembourg on Monday. EU leaders agreed to open accession talks with Ukraine and Moldova in December 2023. However, negotiations were paused due to opposition from Hungary, led at the time by pro-Russian Prime Minister Viktor Orban, to Kyiv's membership bid.
(BBC News Web Page: 13/06/26, FARUK)

:: THE END ::